

ইসলাম শিক্ষা

ঐমান, আদাব ও তারবিয়াহ, ফিকহ, আয়াত ও হাদিস, ইসলামী ইতিহাস

প্রথম ভাগ

সংকলক

এস. এম. নাহিদ হামান

সম্পাদক

মাওলানা মুঈনুল ইসলাম



Al Quraner Vasha Institute

Block DHA, Mirpur 12, Dhaka

www.alquranervasha.com

+8801712529298

সূচিপত্র

১. ঈমান	6
১.১- ঈমান	7
১.২- আল্লাহর উপর ঈমান	8
১.৩- ফেরেশতাদের উপর ঈমান	9
১.৪- কিতাবের উপর ঈমান	10
১.৫- নবী ও রাসূলের উপর ঈমান	11
১.৬- আখিরাতের উপর ঈমান	12
১.৭- তাকদীরের উপর ঈমান	13
অনুশীলনী-১	15
২. আদাব ও তারবিয়াহ	16
২.১- কথা বলার আদাব সমূহ	17
২.২- খাওয়ার আদাব সমূহ	18
২.৩- টয়লেটের আদাব সমূহ	19
২.৪- ঘর থেকে বের হওয়া ও ঘরে প্রবেশের আদাব সমূহ	20
২.৫- পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব	21
২.৬- বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মাসনুন দু'আ	22
অনুশীলনী-২	23
৩. ফিকহ	24
৩.১- তাহারাত বা পবিত্রতা	25
৩.২- অজু করার পদ্ধতি	26
৩.৩- সালাত (নামাজ)	28
৩.৪- ছানা, তাশাহুদ, দরুদ শরীফ, দু'আ মাসূরা ও কুনূত	30
৩.৫- সালাত (নামাজ) আদায় করার পদ্ধতি	31
অনুশীলনী-৩	35
৪. হিফজুল কুরআন	36
৪.১- হিফজুল কুরআন	37
৪.২- কুরআনুল কারীমের উপদেশ	39
অনুশীলনী-৪	45

৫. হিফজুল হাদিস	46
অনুশীলনী-৫	53
৬. ইসলামী ইতিহাস	54
৬.১- আদাম আলাইহিস সালাম	56
৬.২- নূহ আলাইহিস সালাম	58
৬.১- ইদরীস আলাইহিস সালাম	61
৬.৩- হুদ আলাইহিস সালাম	63
৬.৪- সালীহ আলাইহিস সালাম	66
অনুশীলনী-৬	71

১.১- ঈমান



الإِيمَان (ঈমান) শব্দের অর্থ: বিশ্বাস করা।

ঈমান হলো আল্লাহর দেওয়া বিধানসমূহ অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখ দিয়ে বলা এবং কাজে বাস্তবায়ন করা। ঈমান আনুগত্যের কারণে বেড়ে যায়, এবং পাপের কারণে কমে যায়।

أَرْكَانُ الْإِيمَانِ (ঈমানের ভিত্তিসমূহ)

১. আল্লাহকে একক মা'বুদ হিসেবে বিশ্বাস করা।
২. আল্লাহর ফেরেশতাদেরকে বিশ্বাস করা।
৩. সমস্ত আসমানী কিতাবগুলোকে বিশ্বাস করা।
৪. সকল নবী ও রাসূলগণকে বিশ্বাস করা।
৫. আখিরাত বা পরকালে বিশ্বাস করা।
৬. তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস করা।

১.৫- নবী ও রাসূলের উপর ঈমান



আল্লাহ মানুষের কাছে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে শেখান: কীভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। নবী-রাসূলরাও মানুষ, তাঁরা মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁরা উত্তম চরিত্রের অধিকারী, বিশ্বস্ত। আল্লাহর বাণী তাঁরা ঠিক ঠিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। আল্লাহ অনেক নবী পাঠিয়েছেন- আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা, মুহাম্মাদ আলাইহিমুস সালাম এবং আরো অনেক নবী। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হলেন মুহাম্মাদ (সা.)। আমাদেরকে তাঁর কথা মেনে চলতে হবে। যারা তাঁর কথা মেনে চলবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। যারা তাঁর কথা শুনবে না, তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

২.৫- পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব



১. পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করা।
২. তাঁদের সেবা যত্ন করা।
৩. পিতামাতার সাথে নিচু আওয়াজে কথা বলা।
৪. তাঁদেরকে সম্মান করা এবং তাদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।
৫. পিতামাতার জন্য দু'আ করা এবং তাঁদের কাছ থেকে দু'আ নেওয়া।
৬. পিতামাতাকে কষ্ট না দেওয়া এবং তাদের কাজে সহযোগিতা করা।
৭. তাঁদের জন্য খরচ করা।

৩.২- অজু করার পদ্ধতি

অজুর বিবরণ দিয়ে অজু শিখানো সম্ভব না, তাই সম্মানিত উস্তাযকে অজুর পদ্ধতিগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে শিখিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করা হল



যখন আমরা অজুর করার নিয়ত (ইচ্ছা) করব
তখন আমরা প্রথমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পানি নিয়ে পবিত্র জায়গায় বসব
এবং অজুর শুরুতে بِسْمِ اللَّهِ বলে নিচের পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে অজু করব।



১। দুই হাতের কজ্জি ধুবো।



২। তিনবার কুলি করব।



৫। তারপর **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** বলে রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব, এবং **رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** বলব।



৬। **প্রথম সাজদাহ:** **اللَّهُ أَكْبَرُ** বলে সাজদাহ করবো এবং সাজদায় কপাল, নাক, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু ও দু পায়ের আঙুল মাটিতে রাখব এবং **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** তিনবার বলব।



৭। এরপরে **اللَّهُ أَكْبَرُ** বলে সাজদাহ থেকে উঠে পিঠ সোজা করে দুই হাত হাঁটুতে রেখে অল্প কিছুক্ষণ বসব।

৪.২- কুরআনুল কারীমের উপদেশ



১- قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

তোমরা (সর্বদা) সঠিক কথা বলো।



২- وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

আর আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করো।



৩- لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।



১- قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

রাসূল ﷺ বলেছেন: প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।



২- قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

রাসূল ﷺ বলেছেন: পবিত্রতা ঈমানের অংশ।



اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ

৩- قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

রাসূল ﷺ বলেছেন: দু'আ করা একটি ইবাদাত।

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, তাঁদের মধ্য থেকে কুরআন মাজিদে ২৫ জনের নাম উল্লেখ রয়েছে।

আমরা এখানে
৫ জন নবীর নাম
জানব

১

আদাম আলাইহিস সালাম

২

নূহ আলাইহিস সালাম

৩

ইদরীস আলাইহিস সালাম

৪

হূদ আলাইহিস সালাম

৫

সালীহ আলাইহিস সালাম

৬.২- নূহ আলাইহিস সালাম



আদাম আলাইহিস সালাম-এর পর বহু বছর কেটে গেল। আদাম (আ.) এর সন্তানরা ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে। ধীরে ধীরে তাদের অনেকে আল্লাহকে ভুলে গেল। আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ করতে শুরু করল। এমনকি মূর্তিপূজা করতে লাগল!

আল্লাহ তাদের সংশোধন করার জন্য রাসূল পাঠালেন। তাঁর নাম নূহ। নূহ (আ.) তাদেরকে বললেন: তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো। শুধু আল্লাহকেই ভয় করো। তাহলে আল্লাহ দুনিয়াতে তোমাদের ওপর দয়া করবেন, তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করবেন। আর মৃত্যুর পর তোমরা পুরস্কার হিসেবে জান্নাত পাবে। তা না হলে আল্লাহ তোমাদের কঠোর শাস্তি দেবেন।

৬.১- ইদরীস আলাইহিস সালাম



ইদরীস (আ.) আল্লাহর প্রেরিত একজন নবী। তিনি নূহ (আ.)-এর ইন্তেকালের অনেক বছর পরে ইরাকের প্রাচীন নগরী বাবিল শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আদাম (আ.)-এর পর তিনিই প্রথম নবী ও রাসূল, যাঁর প্রতি আল্লাহ ৩০টি সহিফা (ছোট কিতাব) নাযিল করেছেন। ইদরীস (আ.)-এর মূল নাম ‘আখনুখ’। ইদরীস তাঁর উপাধি। ইদরীস অর্থ: শিক্ষা-শিক্ষকতায় ব্যস্ত ব্যক্তি। যেহেতু তিনি বহুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তাই তাঁকে ইদরীস বা বিদ্যাবিশারদ বলা হয়। ইদরীস (আ.) মানুষকে এক আল্লাহ ও সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করতেন। আল্লাহ তাআলা বলেন- “এই কিতাবে (উল্লিখিত) ইদরীসের কথা আপনি স্মরণ করুন, তিনি সত্যবাদী নবী ছিলেন। আমি তাঁকে সুউচ্চ আসনে সমাসীন করেছিলাম।” (সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৬-৫৭)